BANGLADESH
FOOD SECURITY SECTOR
*Strengthening Humanitarian Response*

ISCG Inter Sector Coordination Group

# সেক্টর পরিকল্পনা এবং চলমান প্রকল্পসমূহ

**খাদ্য নিরাপত্তা-কৌশলগত উদ্দেশ্য-২** **লক্ষিত জনগণ: ৩৫০,০০০**

প্রধান প্রধান স্থানীয় অবকাঠামো যেমন: বাজার, কৃষি অবকাঠামো এবং পরিবেশগত সংবেদনশীলতা প্রভৃতি পরিপোষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য সহায়তা করতে এবং রোহিঙ্গা রিফিউজিদের আত্ম-নির্ভরতার সুযোগ উন্নীতকরণের উদ্যোগ।

## জে আর পি পরিকল্পনা এবং কৌশল-৩৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলারের অনুরোধ (মার্চ-ডিসেম্বর ২০১৮)

খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টরের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক, বৃহৎ পরিবার, অতিদরিদ্র পরিবারের মহিলা এবং উখিয়া-টেকনাফে রোহিঙ্গা আগমনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় কর্মসৃজনের ও আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন সামগ্রীর পুনরুদ্ধার, কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির (শস্য উৎপাদন, মৎস্য ও পশুসম্পদ )সহায়তা ।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই চিহ্নিত করা হয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত পরিমাপের ভিত্তিতে এবং সমগ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নগদ টাকা প্রদান অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথ কার্যপদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন, অতিদুর্দশাগ্রস্তদের বাছাই করে।

জীবনযাত্রার সহায়তার পাশাপশি অবশ্যই প্রশিক্ষণ ও শিখন সুযোগ রাখা হয়েছে। সামাজিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য, বিশেষ করে নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, শিক্ষা, ব্যবসা পরিকল্পনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। এই কৌশলের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়ন এবং কৃষকদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের সহায়তা থাকবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এবং কারিগরী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ট সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার চাহিদা নিরূপন করা হবে।

উৎপাদন থেকে বাজার পর্যন্ত সামগ্রীক খাদ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টরের সহায়তায় উন্নীত করবে ।

যে সকল বাজার বর্তমানে স্থানীয় জনগণ ও রোহিঙ্গা উভয়ের যোগান দিচ্ছে তার জন্য যথারীতি খাদ্য প্রাপ্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষকদের সাথে মার্কেটের কৌশলগত সংযোগ স্থাপন করা হবে এতে তারা দ্বিগুণ ইতিবাচক সুবিধা পাবে।

পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিস্থিতর পুনর্বাসন হলো খাদ্য নিরাপত্তার কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ। দ্রুত বাড়ন্ত বৃক্ষের বীজতলা তৈরি, নার্সারী ও বৃক্ষরোপনসহ পুনবনসৃজন ও বন ব্যবস্থাপনায় সহায়তার মাধ্যমে বন উজাড় ও জ্বালানী কাঠ সমস্যা নিরসনের কার্জক্রম গ্রহণ করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ শিক্ষার প্রসার এবং প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষি-বনবায়ন শক্তিশালীকরণ, সহযোগিতামূলক বনকৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মানবিক সহায়তা সংস্থা ধানের তুষ বিতরণ, বায়ুগ্যাস স্থাপন, উন্নত চুলা এবং এলপিজি ব্যবস্থাসহ বিকল্প জ্বালানীর উৎস হিসেবে ক্লিন এনার্জি কার্যক্রম চালু করা হবে।

**সামাজিক নিরাপত্তা বলয়:** ছাত্র উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ও বর্ধিত পুষ্টির জন্য– দুটি উদ্দেশ্য পূরণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যালয়ে খাদ্য সহায়তা উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

**মার্চ/এপ্রিল** **সুবিধাভোগী প্রসারিত: ৪১৮৫৫ ব্যক্তি**

**কার্যক্রমের প্রতিবেদন: ৭ এপ্রিল হতে ১৯ মে ২০১৮**

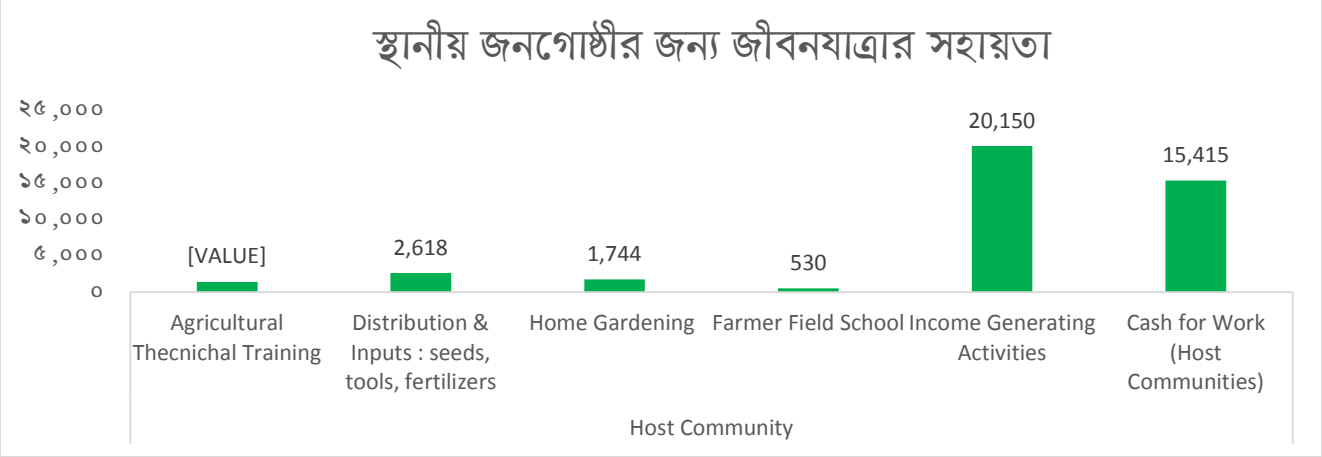


**স্থানীয় জনগোষ্ঠির সাথে চলমান কার্যক্রমসমূহঃ**

- পারিবারিক খাদ্য উৎপাদন শক্তিশালীকরণ, কৃষি সামগ্রী বিতরণ (বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি) এবং উদ্যানভিত্তিক বাগান সৃজনে সহায়তা।
- পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।
- কৃষি প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ।
- কৃষকদের মাঠভিত্তিক বিদ্যালয়
- কাজের বিনিময়ে নগদ টাকা

**সকুল ফিডিং:** স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ১৪৪,০২২ শিক্ষার্থী দৈনিক বলবৃদ্ধিকারক বিস্কুট পাচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টর এবং পার্টনারগণ রোহিঙ্গা আগমনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির বাজারের **মূল্য তদারকি** করছে।

সমন্বয়: খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টরের অধীনে জীবনযাত্রা কার্যকরী কমিটি দুই সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হয়। উক্ত কার্যকরী কমিটি সকল সদস্যের সহায়তায় ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে জীবিকার কার্যাবলী, কৌশলগত দিক সহজ করা, মূল্যায়ন এবং প্রায়োগিক কাগজপত্র তৈরির কাজ সমন্বয় করে।

সদস্যের সংখ্যা: **২০ টি সংস্থা**
সরকারী পার্টনার: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর।

**ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতা**

মাসিক 4Ws (কে, কি, কোথায়, কখন করে)-এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার চলমান কার্যক্রমের প্রতিবেদন শক্তিশালীকরণ।

কক্সবাজারের চিহ্নিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টরের প্রচারে প্রয়োজনানুসারে প্রতিফলিত হয় না।

উখিয়া এবং টেকনাফ এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য তহবিল যোগান এখনও খুব অনুচ্চ (৯%) হিসেবে প্রচারিত, কিন্তু স্থানীয় জনগোষ্ঠির কার্যক্রমের জন্য তহবিল বৃদ্ধির পরামর্শ অব্যাহত রয়েছে।